হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদ কখনই সমর্থন যোগ্য নয়

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) মহান আল্লাহপাকের নামে শুরু করে বলেনঃ আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু, আপনাদের সকলের উপর আল্লাহর শান্তি এবং আশিস বর্ষিত হোক।

সর্বপ্রথমে আমি আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁরা আজ সন্ধ্যায় আমাদের আমন্ত্রনে সাড়া দিয়ে এখানে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন, আপনাদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। আপনারা এমন এক সংকটময় মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছেন যখন সারা বিশ্বজুড়ে ইসলাম সম্পর্কে জনমানসে এক বিরাট ভীতির সঞ্চার হয়েছে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া নানারকম সন্ত্রাস মূলক ক্রিয়াকান্ডের জন্য।

উদাহরণ-স্বরূপ গত নভেম্বর মাসে প্যারিস শহরে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। এছাড়া আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আত্মঘাতী ফিদাঁয়ে বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত নিরীহ মানুষ। অতি সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের Assistant Commissioner of Police সমগ্র দেশবাসীদের সাবধান ও সতর্ক করেছেন এই বলে যে দয়েশ (Daesh) নামক এক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন শহরের অভিজাত ও জনবহুল এলাকায় শীঘ্রই ভয়ঙ্কর-দৃষ্টান্তমূলক সন্ত্রাসী হামলা সংগঠিত করবে।

বিগত বছরগুলিতে যেভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শত শত মুসলিম উদ্বাস্তুর অবাধ প্রবেশ ঘটেছে তাতে করে বহু মানুষের মনে ভয়, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা তৈরী হয়েছে।

বিগত বছরগুলিতে যেভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শত শত মুসলিম উদ্বাস্তুর অবাধ প্রবেশ ঘটেছে তাতে করে বহু মানুষের মনে ভয়, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা তৈরী হয়েছে।

এইরকম এক অনিশ্চিত ও আতঙ্কের আবহ উপেক্ষা করে আজ আপনারা অমুসলিম হয়েও এখানে উপস্থিত হয়েছেন এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে আপনারা নির্ভীক, সহিষ্ণু ও উদারমনস্ক।

কিন্তু আসল সত্য হল এই যে ইসলাম সম্পর্কে ঐ রকম নেতিবাচক ভাবনার কোন অবকাশ নেই। যখন কিছু মানুষ দাবী করেন যে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে শুধু চরমপন্থা অবলম্বন করা হয় এবং আত্মঘাতী আক্রমণকে উৎসাহিত করা হয় অথবা অন্য কোন উপায়ে মানবতার ধ্বংস সাধন করা হয়। অতি সম্প্রতি একজন ইংরেজ পত্রকার একটি জাতীয় স্তরের পত্রিকায় 'ইসলামাতঙ্ক'

অতি সম্প্রতি একজন ইংরেজ পত্রকার একটি জাতীয় স্তরের পত্রিকায় 'ইসলামতঙ্ক" (Islamophobia) সম্পর্কে লেখেন। তিনি দাবী করেন যে তিনি আত্মঘাতী বোমারু বা ফিদাঁয়েদের নিয়ে সর্বাত্মক গবেষণা করেন এবং জানতে পারেন যে ঐ ধরনের আক্রমণ প্রথম সংগঠিত হয় ১৯৮০র দশকে কিন্তু মজার ব্যাপার হল যে সারা বিশ্বে ইসলামের অস্তিত্ব বিগত তেরশত বছরেরও বেশী সময় ধরে টিকে রয়েছে।

(Islamophobia) সম্পর্কে লেখেন। তিনি দাবী করেন যে তিনি আত্মঘাতী বোমারু বা ফিদাঁয়েদের নিয়ে সর্বাত্মক গবেষণা করেন এবং জানতে পারেন যে ঐ ধরনের আক্রমণ প্রথম সংগঠিত হয় ১৯৮০র দশকে কিন্তু মজার ব্যাপার হল যে সারা বিশ্বে ইসলামের অস্তিত্ব বিগত তেরশত বছরেরও বেশী সময় ধরে টিকে রয়েছে। যদি ইসলামে ঐ ধরনের ক্রিয়াকলাপকে উৎসাহিত করার কোন প্রয়াস থাকতো তাহলে ইসলামের জন্মলগ্ন থেকেই থাকতো এবং ইসলামের ইতিহাসে তাঁর অনুপুঙ্খ বর্ণনা লেখা থাকতো।

একথা উল্লেখ করতেই হবে যে, ঐ পত্রকার মহাশয় যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন সেটা আজকের দিনে অবশ্যই একটি অভিশাপ রূপে দেখা দিচ্ছে। যা কিনা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা - সত্যতা ও শান্তির ধর্ম থেকে বহু যোজন দূরে ঠেলে দিয়েছে। নিশ্চিতভাবে ইসলামে সকল ধরনের আত্মহত্যাকে অতি স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধকরণ করা হয়েছে। তাই ইসলামে আত্মঘাতী আক্রমণ বা কোন ধরনের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের অস্তিত্ব নেই।

সমাজে বসবাসকারী নিরীহ শিশু, নারী এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের নির্বিচারে হত্যালীলাকে ইসলাম তীব্র ঘৃণা করে। হিউষ্টনের টেকসাসে রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. কনসিডাইন তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন যে তথাকথিত ইসলামিক দেশগুলোতে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর যে নিপীড়ন বা নির্যাতন চালানো হচ্ছে তার নেপথ্যে রসূল করিম (সা.) এর কোনরূপ সমর্থন ছিল না। আঁ হযরত (সা.) এর দৃষ্টিতে মুসলিম রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র হল ধর্মীয় বহুত্ববাদ এবং নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা দান।

সুতরাং একথা স্পষ্ট করে বলা যায় যে ইসলামে কোনরূপ সন্ত্রাসের স্থান ছিল না এবং ইসলাম ও সন্ত্রাস পরস্পর বিরোধী দুটি ভাবনা। একমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই ইসলাম যুদ্ধ করার অনুমতি শর্তাধীনে দান করেছে। যখন জোরপূর্বক কোন পক্ষ ইসলামের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে কেবলমাত্র তখনই পাল্টা হিসাবে ইসলামে

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কর্তৃক ১৩তম বার্ষিক শান্তি সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান

যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানরা কখনও স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ পবিত্র কোরানে (২২ঃ৪০) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি তখনই থাকবে যখন কেউ তোমাদেরকে জোরপূর্বক যুদ্ধের মুখোমুখি করবে।" ঐ একই আয়াতে মহান আল্লাহপাক আরও বলেছেন যে ধর্মীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রে তিনি তাদেরকেই সাহায্য করবেন যারা নিপীড়িত ও নির্যাতিত। প্রাক ইসলামী যুগে যত যুদ্ধ হয়েছে তার অধিকাংশই ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লড়াই যেখানে তদানিন্তন ধর্মের মৌলিক নীতিগুলোকে মানুষের জন্য উপস্থাপন করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল। ইতিহাসে এ কথা প্রমাণিত যে, শুধুমাত্র ধর্মীয় মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই সামান্য কয়েকজন মুসলিম মনের জোরে সুসজ্জিত শতাধিক শত্রু সেনার বিরুদ্ধে লড়াই করে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন।

'একজন মুসলমান হিসাবে আমি যখন আজকের ঘটনাগুলোকে প্রত্যক্ষ করি তখন

আমার একবারও মনে হয় না যে, যারা আজকের দিনে ধর্মের (নামে) জিগির তুলে লড়াই করছে, তাদের লড়াইকে কোনভাবেই ধর্মীয় জেহাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কারণ বেশির ভাগ ঘটনাগুলোই মুসলমান দেশগুলোতে ঘটছে। এদের লড়াই মূলতঃ হয় নিজেদের মধ্যে নাগরিক দ্বন্দ্ব অথবা প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে নিজেদের কায়েমী স্বার্থের জন্য। দ্বিতীয়তঃ অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো যখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে তখন তারা একবারও দাবী করছে না যে তারা ধর্মের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। বরং তারা মুসলমানদের উভয় পক্ষকেই কোন না কোনভাবে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট করে বলা যায় যে বর্তমান যুগের যুদ্ধ না ইসলামের স্বার্থে না কোন বিশেষ ধর্মের ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত হচ্ছে। আজকের দিনের যুদ্ধের একমাত্র কারণই হল অর্থনৈতিক অথবা ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াই- যেখানে ইসলাম ধর্মকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে সামগ্রিকভাবে ইসলামকে কলঙ্কিত করা হচ্ছে।

এইমাত্র আমি যা বলেছি তার ভিত্তিতে আমি আশা করি এটি এখন পরিস্কার হয়ে গেছে যে, ইসলাম সম্পর্কে অহেতুক ভয় পাবার কোন কারণ নেই। ইসলাম কখনই চরমপন্থীদের ধর্ম হতে পারে না যেখানে আত্মহত্যাকে ধর্মের নামে উৎসাহ দেওয়া হয় অথবা যথেচ্ছভাবে হিংসাকে ছড়িয়ে দিতে বলা হয়। অতএব 'ইসলামাতঙ্কের' কোন কারণ নেই। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাই হল শান্তি, সহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। মানবতা, মনুষত্ববোধ, সকল মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করাই হল ইসলামের মূল শিক্ষা। একথা সত্যি যে আজকের দিনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের নামে নানান রকম সন্ত্রাসমূলক বা ভয়ঙ্কর পাশবিক কুকর্ম ঘটে চলেছে। সেখানে এটি স্পষ্ট যে ইতিমধ্যে পবিত্র কোরানের যে আয়াত আমি উদ্ধৃত করেছি সেখানে এটি স্পষ্ট যে ঐ ধরনের কোন কাজকে ইসলাম প্রশ্রয় দেয় না অথবা কোনভাবেই তা সমর্থনযোগ্য নয়।

আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, একজন মুসলিম নেতা হিসাবে আমি যুদ্ধ ও হিংসার পরিবর্তে সকল মানব সন্তানদের প্রতি প্রেম-ভালবাসা ছড়িয়ে দিতে আহ্বান জানাচ্ছি। পবিত্র কোরানের প্রথম সূরার দ্বিতীয় আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা আছে যে মহান আল্লাহ্পাক হলেন সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক ও প্রতিপালনকারী এবং তৃতীয় আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে "তিনি (আল্লাহ্) পরম দয়ালু এবং করুণাময়।"

তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেখানে ঘোষণা করেছেন যে তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক

তাহলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যেখানে ঘোষণা করেছেন যে তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক তখন তিনি কিভাবে সেই মানুষদের সংগঠিত হত্যালীলাকে সমর্থন করবেন? তিনি সৃষ্টিকর্তা আবার তিনিই ধ্বংসলীলার জন্য ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরী করবেন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তখন তিনি কিভাবে সেই মানুষদের সংগঠিত হত্যালীলাকে সমর্থন করবেন? তিনি সৃষ্টিকর্তা আবার তিনিই ধ্বংসলীলার জন্য ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরী করবেন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তাছাড়া মহান আল্লাহপাক সর্বদাই সর্বপরিস্থিতিতে নিষ্ঠুরতা, অমানবিক কাজ এবং অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষদের একত্রিত হওয়ার ডাক দিয়েছেন।

ইসলামে পরিষ্কার বলা আছে যে একজন মুসলমান অত্যাচারী প্রজা পীড়কের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবে এবং সমস্ত রকম অনাচার ও পাপীদের থেকে নিজেকে মুক্ত করবে। দু'রকম উপায়ে এর থেকে বাঁচার পথ ইসলামে বলা হয়েছে- প্রথমত পারস্পরিক আলাপ আলোচনা, বোঝাপড়া এবং কূটনীতি বা কুশলী পরিচালন বিদ্যার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ বলপ্রয়োগ তখনই প্রযোজ্য হবে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক বাতাবরণ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে।

ধর্মীয় আলোচনার বাইরে যদি বলতে হয় তাহলে একথা স্মরণ করা দরকার যে, বিশ্বের প্রত্যেক জাতি বা রাষ্ট্রের অথবা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষদের সুবিধামত কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে এবং ঐ সমস্ত নিয়ম বা নীতি ভঙ্গ হলে বা করলে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থাও রয়েছে। যদি উক্ত নিয়ম নীতির কোন সংস্কার সাধনের প্রয়োজনে মৃদু ভর্ৎসনা অথবা কড়া ধমকের মধ্যেই তা সম্পন্ন হয়ে যায়, তাহলে বড় ধরনের কোন শাস্তি প্রয়োগ দরকার পড়ে না। কিন্তু তাতেও যদি কাজ না হয় তখন বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের কথা ভেবে রাষ্ট্র তার প্রয়োজন অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য চেষ্টার কসুর করে না।

এবার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে ইসলামে শাস্তির বিধান বা অনুমোদন তখনই দেওয়া হয় যখন নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং এটাও খেয়াল রাখতে হবে যেন ঐ প্রকার শাস্তি প্রয়োগ কোনভাবেই প্রতিশোধ মূলক না হয়ে ওঠে। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে, "কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে তার বা তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রদর্শন বা পুনর্বাসন

উপস্থিত অতিথি বক্তাগণ, (বাম দিক হতে): জ্যাক গোল্ডস্মিথ (লন্ডন মেয়োরল মেম্বর ও রিচার্ড পার্ক এম.পি); লর্ড তারিক আহমদ (কাউন্টারিং এক্সট্রিমিজিম মন্ত্রী); রফিক হায়াত (ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট,আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইউ.কে); সিওবান ম্যাকডোনাগ (মিতছাম ও মর্ডেন এর মন্ত্রী এবং চেয়ারপরসন অল পার্টি পার্লামেন্টারী গ্রুপ ফর আহমদীয়া মুসলিম কমিউনিটি); জাসটিন গ্রিনিং (এম.পি পুটনী ও সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট)

দেওয়া যায়, তাহলে সেটাই হবে উত্তম পন্থা।”

এতদ্সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে সহানুভূতি ও ক্ষমা নিবৃত্তির পরও কোন সদর্থক প্রভাব পড়ছে না শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই বৃহত্তর সামাজিক সংস্কারের স্বার্থে শর্ত সাপেক্ষে শাস্তির নিদান দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং ইসলামে যে শাস্তিবিধানের দর্শনকে জোরালোভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে তা সুদূরপ্রসারী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও স্বতন্ত্র। এর উদ্দেশ্য একমাত্র প্রচলিত রীতিনীতির সংস্কার, পুনর্বাসন ও সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়ন। সৃষ্টিকর্তার অশেষ গুণাবলীর কথা স্মরণ করে সর্বাগ্রে মানবতার মূল্যবোধকে সকলের সামনে উপস্থাপন করাই হল মূখ্য উদ্দেশ্য।

সুতরাং কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সমষ্টির অধিকার খর্ব হলে ইসলামে তাদের অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আবার অনুমতি ব্যতিরেকে যদি কোন সংস্কার সাধিত হয়েও থাকে সেক্ষেত্রে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গিই সর্বাগ্রে বিবেচ্য হবে। মহান আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরানে (২৪ঃ২৩) বলেছেন যে ক্ষমাশীল ও অনুকম্পা প্রদর্শনই হল সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরানে (৩ঃ১৩৫) বলেছেন যারা ক্রোধ সংযমী ও ক্ষমাশীল এবং প্রতিশোধের কথা ভুলে যান তাদেরকে তিনি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন। এছাড়াও পবিত্র কোরানের বিভিন্ন আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক বার বার বলেছেন যে মানুষ তার নৈতিক সংস্কারের

আল্লাহ্ মহান মুক্তিদাতা, সর্বময় কর্তা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই সবসময় সকল মানবজাতিকে পীড়ন, অসাম্য ও হিংসা পরিহার করে এক সঙ্গে এই ধরাধামে বসবাস করার কথা বলেছেন। ঈমানের প্রসঙ্গে ইসলাম বার বার সার্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতার উপর জোরালো সওয়াল করেছে।

স্বার্থে প্রতিশোধ স্পৃহা ত্যাগ করে ক্ষমাশীল হবে এবং সেটাই হবে তার অন্তিম উদ্দেশ্য।

পবিত্র কোরানে (৪৯:১০) আল্লাহ্পাক বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর বিবাদ বিষয়ে দীর্ঘকালীন শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে একটি চমৎকার নীতি প্রনয়নের নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ত আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্পাক বলছেন যে যদি পরস্পর বিরোধী কোন রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর বিবাদ চরমে পৌঁছায় সেখানে তৃতীয় কোন পক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারেন এবং বিবাদ নিরসনের জন্য একটি সুস্পষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন। উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের পর সকল পক্ষকে ন্যায়ের পথে এগোতে হবে। কিন্তু যদি কোন একপক্ষ গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যায় এবং আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয় তখন বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীগুলির উচিৎ একজোট হয়ে ঐ আক্রমণকে প্রতিহত করা। যাইহোক, এখন যদি ঐ আক্রমণকারী শক্তি নিজেকে সমষ্টির চাপে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রসর হয় তখন সেই শক্তির উপর অকারণ বিধি-নিষেধ আরোপ না করে তাকে স্বাধীনভাবে চলাফেরার পূর্ণ অধিকার দিতে হবে। এটা করতে হবে শুধুমাত্র সুদূরপ্রসারী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। সুতরাং আল্লাহ মহান মুক্তিদাতা, সর্বময় কর্তা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই সবসময় সকল মানবজাতিকে পীড়ন, অসাম্য ও হিংসা পরিহার করে এক সঙ্গে এই ধরাধামে বসবাস করার কথা বলেছেন। ঈমানের প্রসঙ্গে ইসলাম বার বার সার্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতার উপর জোরালো সওয়াল করেছে। প্রত্যেক মানুষের ধর্মীয় চিন্তার বা বিশ্বাসের স্বাধীনতাই শুধু নয় তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে শান্তিপূর্ণভাবে বিস্তার করার সম্পূর্ণ অধিকারী- ইসলামে সে কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈমান বা বিশ্বাস হল এমন একটা বিষয় যা নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের মনের মণিকোঠা থেকে বা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। তাকে কোন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। পৃথিবীর কোন শক্তিই কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না যেখানে স্বয়ং খোদাতালাই ইসলাম ধর্মকে সম্পূর্ণ শিক্ষারূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যে কেউ, সে ধর্মীয় কারণে

উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর বক্তৃতা শুনছেন

অথবা অন্য কোন কারণে, ইসলাম গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু মূল বিষয় হল তাকে মুক্তমনে এবং স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করতে হবে, কারও দ্বারা চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। অনুরূপভাবে কোন মুসলিম যদি মনে করেন যে তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবেন তাহলে তিনি কোরানের শিক্ষা অনুযায়ী তা করতে পারেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে ইসলাম খোদাতালার মনোনীত ধর্ম এবং চিরন্তন শিক্ষা (নিরবধি শিক্ষা)। এর পরও যদি কেউ মনে করেন যে তিনি ইসলাম ত্যাগ করবেন তাহলে তাদের সেই বিশেষ অধিকার দেওয়া আছে। পবিত্র কোরানে (৫:৫৫) মহান আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, "যদি কেউ চলে যেতে চায় তাকে চলে যেতে দাও।" একমাত্র তিনিই (আল্লাহ্) তাদের সঠিকভাবে এবং নিষ্ঠা সহকারে বাঁচতে সাহায্য করবেন। কোন রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তি তাদেরকে কোনরূপ শাস্তি প্রদানের অধিকারী নন। সুতরাং শাস্তি বিধান ইসলামের একমাত্র হাতিয়ার বলে যে অভিযোগ ধর্মীয় দৃষ্টিতে করা হয়, তার কোন ভিত্তি নেই। ইসলামী শিক্ষার সমস্ত কিছুই পবিত্র আল্লাহ পাকের উজ্জ্বল উপস্থিতি ও অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত যেখানে একমাত্র তিনিই হলেন সমগ্র

একজন মোমেন সকল সম্প্রদায় ও জাতি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষদের সমদৃষ্টিতে দেখবেন ঠিক যেমন একজন মা তার নিজ সন্তানকে যত্ন আদরে ভরিয়ে তোলেন। সেটাই হবে প্রকৃত খোদাপ্রীতি যা মানুষকে ভাবিয়ে তুলবে অন্যের প্রতি সদাচরণ করতে

ব্রহ্মান্ডের প্রতিপালক ও সীমাহীন দয়ালু। ফলস্বরূপ একথা বলা যায় যে যদি একজন মুসলমান ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতা অথবা কোন চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে সে বা তারা মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছে এবং খোদাতালার গুণাবলীকে পরোয়া করছে না। যেখানে স্বয়ং খোদাতাআলা হলেন সমগ্র ব্রহ্মান্ডের ধারক বা বাহক এবং প্রতিপালক।

আবার একথাও ঠিক যে অধিকাংশ মুসলমান আল্লাহ্‌তাআলার মহান উপস্থিতিকে অস্বীকার করছেন না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামী দর্শনের সত্যকেও হৃদয়ঙ্গম করছেন না এবং ইসলামের মৌলিক চিন্তাধারা থেকে নিজেদেরকে সহস্র যোজন দূরে সরিয়ে রাখছেন। এই কারণেই সমগ্র মানবসভ্যতার কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরা দরকার এবং গুরুত্ব দিয়ে ইসলামী শিক্ষাদান করা দরকার যেখানে আমরা আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে মহান আল্লাহ্‌তাআলা ইতিমধ্যেই জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) তথা ইসলামের সংস্কারককে পাঠিয়েছেন যিনি বর্তমান টালমাটাল জগতের সমগ্র মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষায় আলোকিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রতিশ্রুত মসীহও মাহদী হযরত মির্যা গুলাম আহমদ (আ.) আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছেন যে শীঘ্রই ধর্মের নামে হানাহানি বন্ধ হবে এবং বিশ্বজুড়ে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে। অনুগামীদের প্রতি হযরত মসীহ মাউদ (আ.) বলেন,"ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী ধর্মের মাত্র দুটি দিক আছে অথবা একথা পরিস্কার করে বলা যায় যে ধর্মের পরম উদ্দেশ্য দুটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে- প্রথমত: একেশ্বরবাদ বা তৌহীদের বিশ্বাস রাখা যেখানে প্রতিটি মানুষকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তাআলার কাছে নিঃশর্তভাবে সমর্পিত হতে হবে। দ্বিতীয়ত: খোদাতাআলার সৃষ্ট জীবজগতের খেয়াল রাখা এবং সমস্ত প্রকার মানবিক গুণাবলী দ্বারা সেই সেবার ধারা অব্যাহত রাখা এবং সৎকর্ম দ্বারা মানবকুলের প্রতি প্রেম প্রকাশ করার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা তা সে রাষ্ট্রের বাদশাহই হোক বা প্রশাসকই হোক কিংবা অতি সাধারণ কোন মানুষ। মানুষ হিসাবে সর্বদাই প্রেম-প্রীতির বন্ধন গড়ে তুলতে হবে যেখানে ঘৃণার পরিবর্তে ভালবাসাই হবে একমাত্র উপায়।"

আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা পবিত্র কোরানের সুরা নাহল-এর ৯১ নম্বর আয়াতের (১৬:৯১) উল্লেখ করে বলেন যে,- "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।"

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন যে উক্ত আয়াত অনুসারে একজন মুসলমান প্রত্যেকের সঙ্গে ন্যায়পরায়ণ ও সৎ আচরণ করবেন। এটাই মহান আল্লাহর অমোঘ নির্দেশ। সুতরাং নিজের সম্প্রদায়ভূক্ত হোক বা না হোক প্রত্যেক মানুষের প্রতি তার আচরণ হবে নিষ্কলুষ এবং স্বার্থহীন। অবশেষে তিনি(আ:) আরও ব্যাখ্যা করেন যে মহান খোদাতাআলার সৃষ্ট জীবজগৎকে ভালবাসতে হবে একেবারে নিজের পরিবারের মত।

একজন মোমেন সকল সম্প্রদায় ও জাতি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষদের সমদৃষ্টিতে দেখবেন ঠিক যেমন একজন মা তার নিজ সন্তানকে যত্ন আদরে ভরিয়ে তোলেন। সেটাই হবে প্রকৃত খোদাপ্রীতি যা মানুষকে ভাবিয়ে তুলবে অন্যের প্রতি সদাচরণ করতে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম মা স্নেহ বিতরণ করে থাকে শুধুমাত্র নিজ সন্তানকেই নয় বরং সকলকে.

নিজেকে স্বমহিমায় উপস্থাপন করবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগও সমষ্টির উপকারে আসবে এবং তখনই প্রকৃতপক্ষে খোদার নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে পালিত হবে।

যদিও একজন মায়ের ভালবাসা নিখাদ এবং খাঁটি যেখানে মা ও শিশুর বন্ধনে কোনরূপ স্বার্থ কাজ করে না এবং কোন কিছু চাওয়া পাওয়ার আশা থাকে না। বিনিময়ে মা তাঁর সন্তানের কাছে ন্যূনতম প্রশংসা বা কৃতিত্বের দাবীটুকুও আশা করেন না। ইসলাম ঠিক সেই রকম প্রেম-প্রীতির কথা বলে যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ব্যতিরেকে সকলের প্রতি তার ভালবাসার সুবাস ছড়িয়ে পড়বে।

মহান আল্লাহপাক বলছেন যে যারা তাঁকে

নেতিবাচক খবরের অধিক প্রসার ও প্রচার চরমপন্থীদের কাছে অক্সিজেন স্বরূপ। নিঃসন্দেহে যদি চরমপন্থী কার্যকলাপকে গণমাধ্যমে গুরুত্বহীন করে দেখানো হয় তাহলে অচিরেই দেখা যাবে যে তারা তাদের কার্যকলাপে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে এবং একসময় তারা তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণরুপে বন্ধ করে দেবে।

বিশ্বাস করে বা মেনে চলে তারা তাঁর দেওয়া নির্দেশাবলী এবং গুণাবলীকেও মেনে চলবেন। এরপর আর কোন সন্দেহ থাকে না যে একজন মুসলিম হয়ে সে নিষ্ঠুর আচরণ করবে। অনুরূপভাবে ইসলাম কখনও ঐ ধরনের কাজকে স্বীকৃতি বা অনুমতি দেয় না যা খোদা বিধানের বিরোধী- সেখানে হিংসা, বিদ্বেষ ও চরমপন্থার কোন স্থান নেই। আমি বিগত কয়েক বছর ধরে পবিত্র কোরানের আলোকে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে এই কথাগুলোই বলার চেষ্টা করেছি। "আমি বারংবার পবিত্র কোরানের আয়াত উল্লেখ করে চরমপন্থার বিপক্ষে যে বক্তব্য বলে আসছি তা আমার নিজের বক্তব্য নয় বরং খাঁটি ইসলামের শিক্ষাই হল আমার বক্তব্যের মূল ভিত্তি। যদিও আমাদের শান্তির বার্তা এবং প্রচেষ্টা সেইভাবে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত ও প্রসারিত হচ্ছে না যেভাবে অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের দ্বারা সংগঠিত হত্যাকান্ড বা নিষ্ঠুরতার সংবাদ নিরন্তরভাবে বিশ্বজুড়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্বে মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে।

নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, গনমাধ্যম ব্যবস্থা সমাজে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। সুতরাং গনমাধ্যমকে বিশ্বব্যাপী সুসংবাদ ও শান্তির বার্তা প্রকাশ ও প্রসার করতে হবে। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের দুষ্কর্ম না দেখিয়ে যদি বিশ্বের সামনে ইসলামের সত্যিকারের উদ্দেশ্যকে তুলে ধরা হয় তাহলে জনমানসে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর হবে।

নেতিবাচক খবরের অধিক প্রসার ও প্রচার চরমপন্থীদের কাছে অক্সিজেন স্বরূপ। নিঃসন্দেহে যদি চরমপন্থী কার্যকলাপকে গণমাধ্যমে গুরুত্বহীন করে দেখানো হয় তাহলে অচিরেই দেখা যাবে যে তারা তাদের কার্যকলাপে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে এবং একসময় তারা তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণরুপে বন্ধ করে দেবে।

আমি বুঝতে পারি না যারা ইসলামকে কলঙ্কিত ও কালিমালিপ্ত করছে তারাই আবার ইসলামের নামে তাদের ঘৃণ্য কৃতকর্মকে সঠিক বলে দাবী করছে।

ইসলামী দৃষ্টিতে চরমপন্থা সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ এমন কি কোন রাষ্ট্র যখন ন্যায়সঙ্গত

যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন একথা খেয়াল রাখতে হবে যে মহান আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশে, যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির মাত্রা যেন সমান থাকে। আরও ভাল হয় যদি সেই সমস্ত যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি ধৈর্য ও ক্ষমা প্রদর্শন করা হয় সুতরাং সেই সমস্ত তথাকথিত মুসলমান যারা নিজেদেরকে হিংসা, হানাহানি, নির্দয়তা, পাশবতা ও খুন খারাবীতে যুক্ত করছে তারা নিঃসন্দেহে খোদাতাআলার রোষ ও ক্রোধ নিজেদের জন্য আমন্ত্রণ করছে।

একই সঙ্গে যখন বিশ্বব্যাপী ইসলামী আতঙ্ক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ঠিক তখনই, পবিত্র কোরানের অমোঘ বাণীর কথা বারবার বলতে হচ্ছে যেখানে আল্লাহ্‌পাক প্রেম-ভালবাসা ও বদান্যতার কথা ছত্রে ছত্রে মানবকল্যাণের জন্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। একথা ঠিক যে কখনও চরম পরিস্থিতিতে পবিত্র কোরানে যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে ঐ ধরনের যুদ্ধ শুধুমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সংগঠিত হয়েছে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে অনেক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের সমষ্টি, সে মুসলিম বা অমুসলিম যে কেউই হোক না কেন, তারা দাবী করছে যে সামগ্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নাকি তারাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। একটা বিষয় প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে যে বেশীর ভাগ মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে সুচারুরূপে এড়িয়ে চলছেন অথবা তাদের দ্বারা

সংবাদ মাধ্যমগুলি যদি নিজস্ব রেটিং অপেক্ষা শান্তি প্রতিষ্ঠার্তে বেশি গুরুত্বারোপ করে তবে খুব শীঘ্রই আমরা দয়েশ এবং অন্যান্য উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির বিনাশ দেখতে পারব।

সংগঠিত কৃতকর্মগুলোকে বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সংগঠিত যুদ্ধগুলোকে নিদেনপক্ষে ধর্মীয় বিশ্বাসরূপে অনুমোদন করছেন না। যাইহোক বর্তমান বিশ্বে যে সমস্ত যুদ্ধপরাধ বা নৃশংস ক্রিয়াকান্ডগুলো ঘটছে তার সঙ্গে কোন না কোন মুসলিম নাম জড়িত থাকলেই সামগ্রিকভাবে বা পরিকল্পিতভাবে ইসলামী সংস্কৃতিকে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। অথচ যারা ইসলামের সুশিক্ষা ও দর্শনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের কথা কেউ শুনতে চাইছেন না অথবা ব্যাপকভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে। আমার মনে হয় এই ধরনের প্রবণতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং মারাত্মক রকম বিপরীত মুখী চিন্তা ভাবনার জন্ম দেয়।

বিশ্বজগৎ এমন একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যেখানে ইসলামের মূল নীতিশিক্ষাগুলোকে স্মরণে রেখে আমাদের আগামীদিনের পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ভালমন্দ বিচার করে পারিপার্শ্বিক চাপগুলোকে উপেক্ষা করতে হবে তা না হলে মানবতা প্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য কাজ বলে মনে হবে। মানবিক গুণাবলীকে আরও বেশি করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাহলেই শয়তানী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হবে এবং বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

আমরা সকলে মিলে যদি দুনিয়ার কল্যাণের জন্য মানুষের ভাল কাজগুলোকে তুলে ধরতে পারি এবং বেশি করে প্রচার-প্রসার করতে পারি তবেই দীর্ঘলালিত মানবিক মূল্যবোধ ও গুণাবলীকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারবো এবং সমাজ সংসারে ভালবাসার সুবাতাস বইয়ে দিতে পারবো। কিন্তু একথা সত্যি যে বাস্তবে এরকমটা ঘটবে না। যে কারণে সংবাদ মাধ্যম বিশ্বব্যাপী অসংখ্য পত্রপত্রিকা প্রকাশ করছে শুধুমাত্র নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশনের জন্য। উদাহরণস্বরূপ 'দয়েশ' এর কথা বলা যায়। প্রচার মাধ্যম অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেই সমস্ত সংবাদ পরিবেশন করছে যেগুলোর সঙ্গে সামান্যতম নৃশংসার সম্পর্ক রয়েছে। এবং ঐ ধরনের খবরগুলো 'দয়েশ'-এর মত উগ্রবাদী সংগঠনগুলোকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসছে। অথচ

প্রচার মাধ্যম অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেই সমস্ত সংবাদ পরিবেশন করছে যেগুলোর সঙ্গে সামান্যতম নৃশংসার সম্পর্ক রয়েছে। এবং ঐ ধরনের খবরগুলো 'দয়েশ'-এর মত উগ্রবাদী সংগঠনগুলোকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসছে। অথচ সংবাদমাধ্যম যে খবরগুলো মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজে লাগবে এবং জগৎবাসীর কল্যান হবে সে সমস্ত খবর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

সংবাদমাধ্যম যে খবরগুলো মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজে লাগবে এবং জগৎবাসীর কল্যান হবে সে সমস্ত খবর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

এ ধরনের পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে অনুচিত। এর মধ্যে সমাজে বিভাজনের চক্রান্ত হচ্ছে এবং দ্বন্দ্বের বীজ বপন করা হচ্ছে যা ভাবীকালের মানুষের কাছে অশনি সংকেত স্বরূপ। পৃথিবীতে যদি সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে সবার আগে বিশ্বের তাবড় রাজনৈতিক কর্তা-ব্যক্তিদের ঐ উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে সমমনস্ক হতে হবে। দরকার হলে সব পক্ষকেই কম-বেশী আপসের মাধ্যমে এই সমস্যার নিষ্পত্তি করতে হবে। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না কিন্তু বিশ্বে অনেক প্রখ্যাত অমুসলিম রাজনৈতিক ভাষ্যকার বা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যারা

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিচল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কথা প্রসঙ্গে একবার চরমপন্থা নির্মূল করা অষ্ট্রিয়ার বিদেশমন্ত্রী বলেন, "আমাদের বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত বিশেষ করে দয়েশ গ্রুপ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইসলামিক স্টেট জঙ্গীদের নির্মূল করার জন্য প্রেসিডেন্ট আল-আসাদের অন্তর্ভূক্তি প্রয়োজন। আমার মতে সবার আগে দরকার সন্ত্রাসবাদ খতম করা। রাশিয়া ও ইরানের সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব নয়।"

প্রফেসর জন গ্রে, অবসরপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দার্শনিক, যিনি দীর্ঘদিন London School of Economics- এ পড়িয়েছেন, অতি সম্প্রতি লিখেছেন যে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কিভাবে বিশ্বশান্তি ও সংহতিকে সবার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। তিনি লিখছেন ,"শাসক সে গণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, রাজতান্ত্রিক অথবা প্রজাতান্ত্রিক যাই হোক না কেন- সে সবই গুরুত্বহীন যদি না সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।" আমার মতে এ ধরনের বক্তব্যগুলোর মধ্যে অর্ন্তদৃষ্টিমূলক অবস্থান আছে। বিশ্বের বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য দেশে- দেশে তাদের পছন্দমত শাসক পরিবর্তন করেছেন যেখানে আপাতভাবে স্থিতিশীল বা স্থায়ী সরকার গড়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পশ্চিমী দেশগুলো একজোট হয়ে ইরাক

এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ যে এখন সরকার একটি নির্দিষ্ট শাসন ব্যবস্থার পোষকতা করার পরিবর্তে একটি শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল সমাজ নিশ্চিতকরণের প্রতি গুরুত্বপ্রদান করুক।

থেকে সাদ্দাম হুসেন সরকারকে উৎখাত করলেন এবং তার পরিণতি হল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। গত ১৩ বছর আগে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ যুদ্ধের ছায়া আজও ইরাকের মানুষ আঁচ করছেন। আরও একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল লিবিয়া। ২০১১ সালে কর্ণেল গদ্দাফিকে জোরপূর্বক উৎখাত করার পর সেখানের মানুষেরা লাগামহীন অশান্তির জালে জড়িয়ে পড়েছেন এবং ফলস্বরূপ লিবিয়া একটি অনিয়ন্ত্রিত-বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে লিবিয়ায় রাজনৈতিক শূন্যতা এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরী করেছে। এই অবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে দয়েশ দ্রুত তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সমগ্র লিবিয়ায় বিস্তার করছে এবং যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কিছুদিন পূর্বে আমি এ বিষয়ে

দয়েশ ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ইরাকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ডলার সংগ্রহ করে

সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছিলাম যে দয়েশ নামক জঙ্গী গোষ্ঠী শুধু লিবিয়ার জন্য বিপজ্জনক এমন ভাবার কারণ নেই। তারা সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের কাছেও মাথা ব্যথার কারণ হতে চলেছে। অতএব ঐ সমস্ত দেশে শুধু সরকার বদল করলেই হবে না বরং দীর্ঘকালীন শান্তি প্রক্রিয়া বলবৎ করার জন্য ঐ সমস্ত দেশের মানুষদের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম অধিকার প্রদান করতে হবে।

এবার সিরিয়ার কথা বলা যাক। আমি অষ্ট্রিয়ার বিদেশ মন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন করি। যিনি বলেছেন সিরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল বাধা হল রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সেখানে স্বাভাবিক শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হয়েছে সুতরাং পৃথিবীর শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব হল সিরিয়ার বর্তমান সরকারের সঙ্গে দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনার পথ প্রশস্ত করা। প্রয়োজনে প্রতিবেশী দেশগুলোকেও এর মধ্যে সামিল করা যেতে পারে যাদের বিশেষভাবে ঐ অঞ্চলে প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে।

মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র সদর্থক চিন্তাভাবনা দিয়েই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে সমষ্টি স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমি আগেই বলেছি ইসলামের মূল ভিত্তিই হল ন্যায় বিচার প্রদান যার উপর সমগ্র শান্তি প্রচেষ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে। অতএব জরুরী ভিত্তিতে জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর সমাধান হওয়া জরুরী। সেজন্য শক্তিধর রাষ্ট্রনেতাদের শান্তি আলোচনায় সামিল হতে হবে। আমি বহুবছর আগেই বিশ্ববাসীদের সাবধান করে দিয়েছিলাম যে আজকের পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং এর থেকে কেউই রেহাই পাবে না। আসলে বিশ্বের বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষ ভাবতে শুরু করেছেন যে বিশ্বযুদ্ধ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে এখনও সময় আছে ভয়াবহতা রুখে দেওয়ার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার কিন্তু সমাধান অবশিষ্টই রইল। আমি আরও বলছি যে কায়েমী স্বার্থ ত্যাগ করে সত্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। বিভিন্ন বক্তৃতায় আমি বারবার সমালোচনা

তৈল সম্পদ বিক্রির প্রসঙ্গে বলতে হয় যে পৃথিবীর বিভিন্ন গোষ্ঠী এমন কি বিভিন্ন দেশের সরকার সরাসরি দইশ এর কাছ থেকে তৈল সম্পদ ক্রয় করছে। কেন আজ পর্যন্ত এ ধরনের বাণিজ্য বন্ধ করা হল না? কেনই বা তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব ব্যাপী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল না? তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে তেল উত্তোলনের স্বার্থে সকলেই তাদের নৈতিকতা বিসর্জন দিলেন।

করে বলেছি যে চরমপন্থী দলগুলিকে তহবিল প্রদান বন্ধ করতে হবে এবং সবরকম সরবরাহ লাইন বন্ধ করে দিতে হবে।

তথাপি এ কথা বলা যাবে না যে ঐ সকল বিষয়ে আদৌ কোন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি The Wall Street Journal-এর বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে দইশ ইরাকের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক দ্বারা আমেরিকান ডলার অর্জন করেছে। ঐ একই পরিমাণ ডলার সরাসরি আমেরিকা সংগঠিত নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপর্যাপ্ত পরিমান যুক্তরাষ্ট্রের Federal Reserve Bank ইরাককে দিয়েছে। ঐ প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এই ঘটনার কথা জুন ২০১৫ থেকেই জানতো কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি যে বিশ্বের ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলো আরও অনেক আগে থেকেই এসব কারবারের কথা জানতো।

তৈল সম্পদ বিক্রির প্রসঙ্গে বলতে হয় যে পৃথিবীর বিভিন্ন গোষ্ঠী এমন কি বিভিন্ন দেশের সরকার সরাসরি দইশ এর কাছ থেকে তৈল সম্পদ ক্রয় করছে। কেন আজ পর্যন্ত এ ধরনের বাণিজ্য বন্ধ করা হল না? কেনই বা তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব ব্যাপী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল না? তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে তেল উত্তোলনের স্বার্থে সকলেই তাদের নৈতিকতা বিসর্জন দিলেন। লন্ডনের King's College- এর অধ্যাপক লেফওয়েনার (Prof. Leif Wenar)-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখিত মন্তব্য নিম্নরূপ:-

"তেল সম্পদ আহোরণের স্বার্থে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্র প্রধানগণ যে কোন ধরনের পাশবিকতা বা নির্দয়তা মেনে নিতে প্রস্তুত। দইশ এর নিকট তারা বিপুল পরিমাণ তৈল সম্পদ ক্রয় করছেন এবং সুদানের মত রাষ্ট্র যেখানে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। প্রচলিত বাজার অর্থনীতির শর্তাবলী এর দ্বারা সম্পূর্ণরুপে উপেক্ষিত। হিংসা ও জোর খাটিয়ে কখনও সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করা যায় না।"

এছাড়াও অতি সম্প্রতি Iraq Energy Institute এর মহানির্দেশক তাঁর প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে দ-ইশ ইরাকের তেল সম্পদ বিক্রি করছে।

লেখক বলছেন,- "অশোধিত তেল আনবার প্রদেশের মধ্য দিয়ে জর্ডনে এবং কুর্দিস্তানের ভিতর দিয়ে ইরানে ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে পাচার করা হচ্ছে। মসুল হয়ে তুরস্ক এবং সিরিয়ার খোলা বাজারেও পাওয়া যাচ্ছে। ইরাকের কুর্দিস্তানে স্থানীয়ভাবে তেল শোধন করে নেওয়া হচ্ছে। কোনরূপ আইনের তোয়াক্কা না করে ঘোষণা করা হচ্ছে যে এরূপ ব্যবসার সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের কোন সংযোগ নেই।"

অতএব যখন দাবী করা হচ্ছে যে বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে তখন সেই দাবীর কোন সারবত্তা থাকছে না। তাহলে এখন প্রশ্ন হল কিভাবে পৃথিবীতে সুবিচার বা ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে? সততা ও ন্যায়পরায়ণতা কিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক গুণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে? একইভাবে পৃথিবী ব্যাপী অস্ত্রশস্ত্র বিক্রির ঢালাও খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রায় প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে। সরকারী সূত্র অনুযায়ী গত বছরে শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৪৬.৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মারণাস্ত্র রপ্তানী করেছে যা বিগত বছরগুলির তুলনায় প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার বেশী। মজার কথা হল ঐ সমস্ত বিক্রীত মারণাস্ত্রের অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সরবরাহ করা হয়েছে যার পরিণতি হল সিরিয়া, ইরাক ও ইয়েমেনের যুদ্ধ। যদি এত পরিমাণ অস্ত্র বাণিজ্য মধ্যপ্রাচ্যে হয় তাহলে কিভাবে এখানে অনাগত ভবিষ্যতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে?

উপরে উল্লিখিত কতিপয় উদাহরণগুলি আমি বিভিন্ন জনসভায় প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছি যেগুলি প্রখ্যাত বিশ্লেষক ও সমালোচকদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে। সমাজের সর্বস্তরে এবং বিবদমান দেশগুলি নিজেদের মধ্যে যখন ন্যায়বিচারের প্রধান নীতিগুলিকে অবলম্বন করতে সক্ষম হবে, একমাত্র তখনই বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। দইশ কিংবা মাথাচাড়া দেওয়া বিভিন্ন চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে নির্মূল করতে বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হবে এবং ফল হবে শূণ্য। একমাত্র ন্যায় বিচারের মাধ্যমেই তাদেরকে মূল স্রোতে আনা যাবে।

যাইহোক না কেন, আমি বিশ্বাস করি যে আমার দেওয়া শান্তির বার্তাগুলিতে যদি আজকের বিশ্ব মনোনিবেশ করে সুস্পষ্ট বিচার ধারা প্রয়োগ করে এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অর্থসাহায্য এবং সরাসরি মদতদান সম্পূর্ণ বন্ধ করার প্রকৃত প্রচেষ্টা করে তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমি ঠিক সেরকমভাবে বিশ্বাস করি না যেমনটি যুক্তরাষ্ট্রের একজন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারী জেনারেল সম্প্রতি বলেছেন। জেনারেল সাহেব মনে করেন যে দইশ এর মত চরমপন্থীরা আর বড় জোর ১০ থেকে ২০ বছর তাদের কাজ চালাতে পারবে। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চিরতরে

সম্মানীয় হুজুর (আই.) নীরব প্রার্থনায় শোর্তৃবৃন্দের নেতৃত্ব প্রদান করেন

বন্ধ হওয়া অনিবার্য তা না হলে সমগ্র মানবজাতি ঘোর সংকটের মধ্যে পীড়িত হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল আজকের পৃথিবী যদি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার না করে এবং তাঁকে (সৃষ্টিকর্তা) মানবজাতির পালনকর্তা হিসাবে মেনে না নেয় তাহলে এই অসম যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। সত্যিকারের ন্যায়বিচার দ্বারাই একাজ সম্ভব। আবার শুধুমাত্র ন্যায়বিচার থাকলেই চলবে না। মারাত্মক প্রাণঘাতী পারমানবিক যুদ্ধ বন্ধেরও শপথ নিতে হবে। তা নাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সর্বনাশা ধ্বংসের প্রভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমি প্রার্থনা করি সমগ্র বিশ্ব বাস্তবের দিকে তাকিয়ে আমার আবেদন শুনবেন এবং সকল শ্রেণীর মানুষ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন শুধুমাত্র মানবকল্যাণের দূরতম মঙ্গলের জন্য। প্রার্থনা করি যে সত্যিকারের শান্তি একমাত্র ন্যায়বিচারের ভিত্তির উপর নির্ভর করেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সকল অভ্যাগত অতিথিদের আরও একবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। মহান আল্লাহ্ পাক সকলের মঙ্গল করুন।

ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ পারভেজ হোসেন,
শান্তিনিকেতন

Translated by : Md Parwez Hossain
Santiniketan, Birbhum

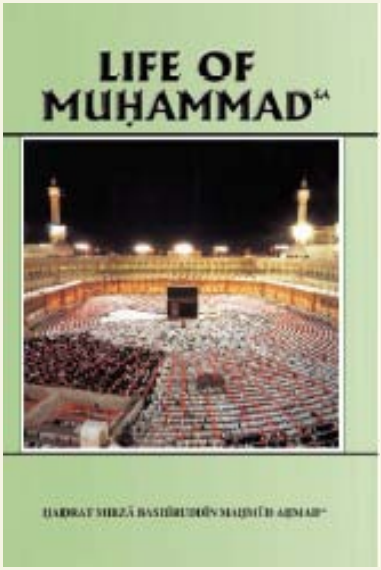

মক্কায় উত্থিত একটি নির্জন কণ্ঠ, ঐশী আদেশের অধীনে যা মানবজাতিকে একেশ্বরের উপাসনার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল এবং ঘোষণা দিয়েছিল যে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমেই মানবজাতি ইহজগতে এবং পরকালেও সত্য মর্যাদা, সম্মান অর্জন, সমৃদ্ধি এবং সুখ লাভ করবে।

সেই কণ্ঠস্বরটিই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) - এর, যিনি ছিলেন নবীগণের মোহর। এই জনপ্রিয় জীবনীতে, হযরত মির্যা বশিরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবন আলেখ্য একটি সহজবোধ্য লেখণীতে তুলে ধরেছেন।

অনলাইনে এখানে পড়ুন :

http://www.alislam.org/library/books/Life-ofMuhammad.pdf

এখান থেকে সংগ্রহ করুন :
noorulislam@qadian.in

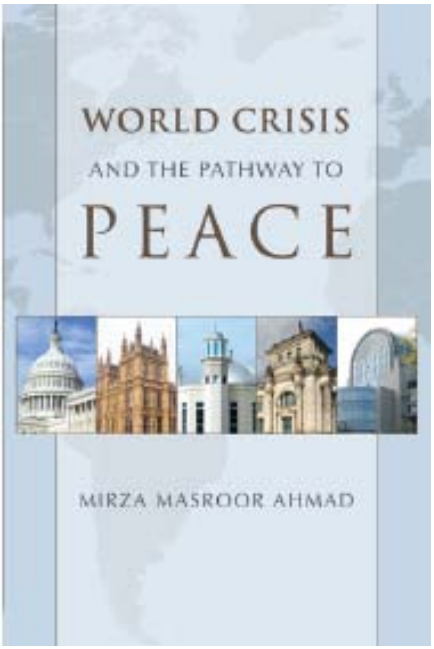

পৃথিবী উত্তাল সময়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট আজ প্রতিটি সন্ধিক্ষণে নতুন এবং গুরুতর বিপদ প্রকাশ করছে। বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিল সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঘটনাপ্রবাহ আমাদেরকে দ্রুত এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে চলেছে বলে মনে হচ্ছে। পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণতি আমাদের কল্পনারও বাইরে।

এই গ্রন্থে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র পঞ্চম খলিফা এবং বিশ্বব্যাপী আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের শীর্ষ নেতা কর্তৃক প্রদত্ত ক্যাপিটল হিলের শীর্ষস্থানীয় বিশিষ্টজনদের কাছে,হাউস অফ কমন্স, ইউরোপীয় সংসদ এবং আশেপাশের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঐতিহাসিক বক্তব্যকে সংকলাবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বহু বিশ্ব নেতাদের কাছে তাঁর প্রেরিত গুরুত্বপূর্ণ পত্রাবলীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বারবার, তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় রোধের একমাত্র উপায় হল জাতিসমূহের সাথে, অন্যের সাথে তাদের আচরণের পরম প্রয়োজন হিসাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এমনকি যদি পারস্পরিক শত্রুতাও বিদ্যমান থাকে, তবুও নিরপেক্ষতা সর্বদা পালন করা উচিত, কারণ ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে যে এটাই হ'ল বিদ্বেষের সমস্ত চিহ্নগুলি নির্মূল করার এবং চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়।

অনলাইনে এখানে পড়ুন :

www.alislam.org

এখান থেকে সংগ্রহ করুন : http://store.alislam.org

আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত হল ইসলামের মধ্যে একটি প্রগতিশীল, ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক নবজাগরণের অংশবিশেষ। ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই জামাত আজ লক্ষাধিক সদস্য সহ বিশ্বের ২১২ টিরও বেশি দেশে বিস্তৃত। এর বর্তমান সদর দফতর যুক্তরাজ্যে অবস্থিত।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত হ'ল একমাত্র ইসলামী সংগঠন যে বিশ্বাস করে যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মসীহ্‌রূপে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলায়হেস সালাম (১৮৩৫-১৯০৮) কাদিয়ানে আবির্ভূত হয়েছেন। আহমদ (আ.) দাবী করেছেন যে তিনিই সেই ঈসা, ঐশী পথপ্রদর্শকরূপে রূপক ভাবে যাঁর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে ইসলামের পবিত্র নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেও ধর্মযুদ্ধের অবসান ঘটাতে, রক্তপাত বন্ধ করতে এবং নৈতিকতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-র আগমনে ইসলামী পুনর্জাগরণের এক অভূতপূর্ব স্বর্ণালী অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। তিনি (আ.) ধর্মান্ধ বিশ্বাস এবং রীতিগুলির উপর ইসলামের সত্যতা এবং অপরিহার্য শিক্ষার বিজয় দান করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মহান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠাতাগণ যথাক্রমে জরথুস্ত্র (আ.), আব্রাহাম (আ.), মূসা (আ.), যীশু (আ.), কৃষ্ণ (আ.), বুদ্ধ(আ.), কনফুসিয়াস, লাও তেজু এবং গুরু নানক (রা.) সহ সকল মহান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠাতা এবং সাধুগণের মহৎ শিক্ষাগুলিকেও স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন এবং ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই জাতীয় শিক্ষাগুলি কীভাবে ইসলামের একমাত্র সত্যতাকে প্রতিপন্ন করেছিল।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত হ'ল শীর্ষস্থানীয় একটি ইসলামী সংগঠন যা কোনওরকম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না। এটি সর্বস্তরে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে শান্তি ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস করে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক সমন্বয়, আন্তঃধর্মীয় শান্তি এবং উন্নয়নের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

বর্তমান সময়ের যুদ্ধগুলি ইসলামের পক্ষে কিংবা কোনও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে না। বরং তা করা হচ্ছে মূলত অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থচরিতার্থে। যার মূল লক্ষ্য ইসলামের নামকে কলঙ্কিত করা।

© Islam International Publications Ltd.

Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian. 143516-Punjab, India
Published in India in 2021 by Nazarat Nashr-o-Isha'at Qadian.
Copies 2000
Printed in India @ Fazl-e-Umar Printing Press Qadian.
For further information Please Visit:
www.alislam.org | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in | www.mta.tv
Feedback : www.ahmadiyyamuslimjamaat.in/feedback
Noor-ul Islam Toll Free Number 1800 103 2131 (9:00 am to 10:30 pm)
/islaminind /islaminind /+islaminindia /islaminindia /c/islaminindia
official blog: www.lightofislam.in
Muslim Television Ahmadiyya International
(www.mta.tv)
Satellite: Asia sat 7s, Degree:105.5 East, Frequency 3760H Symbol Rate: 26000 EFC:7/8